যায়যায়দিন

তারিখ NOV. 09 2006
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

১৮

নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ হতাশা

ছাত্রলীগ ঢাকা ইউনিভার্সিটি শাখার নতুন কমিটি

ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার

ঢাকা ইউনিভার্সিটি শাখা ছাত্রলীগের নতুন কমিটিতে সোহেল রানা টিপু ও সাজ্জাদ সাকিব বাদশাহকে আবারও সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর আগে গত ১০ অক্টোবর এই দু'জনকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রলীগের দুই সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ও সিনিয়র নেতাদের বিরোধিতার কারণে কমিটি ঘোষণার মাত্র আধা ঘণ্টার মধ্যেই তা স্থগিত করা হয়। এদিকে আবারও ওই দু'জনকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীসহ ক্যাম্পাস সংশ্লিষ্ট সবার মনে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। ছাত্রলীগের একাধিক নেতাকর্মী জানান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের রাজনীতি চাঙ্গা করার লক্ষ্যে কমিটি ঘোষণা করা হয়ে থাকলে এ দু'জনকে সভাপতি ও সম্পাদক করে সে চেষ্টা সফল হবে না।

কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে রয়েছে হত্যাসহ সাংবাদিক পেটানোর মামলা। সাধারণ সম্পাদক আদৌ রাজনীতি করেছেন কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন নেতাকর্মীরা। জানা গেছে, সোহেল রানা টিপুর বিরুদ্ধে শরীয়তপুরে একটি হত্যা মামলা রয়েছে। ২০০১ সালের নির্বাচনে শরীয়তপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী কেএম হেমায়েত উল্লাহ আওরঙ্গের হয়ে তিনি কাজ করেছেন। সেখানকার আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোবারক শিকদারের ভাই হত্যায় যে মামলা করা হয় তাতে তিনি আসামি ছিলেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর মধুর ক্যান্টিনে সাংবাদিক পেটানোর ঘটনায় ১২ জনকে আসামি করে সাংবাদিক সমিতি যে মামলা করেছে তিনি ছিলেন তার অন্যতম। ছাত্রলীগের কমিটিতে এর আগে তাকে পদ দেয়ায় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে একাধিক রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর পর গত ১২ অক্টোবর রাতে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে ছাত্রলীগ ঢাকা ইউনিভার্সিটি শাখার নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হয়। কমিটি ঘোষণার পর এ নিয়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মাত্র আধা ঘণ্টার মধ্যে সে কমিটি স্থগিত করার ঘোষণা দেন ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন।

টিপুকে সভাপতি করার ঘোষণা আসার পর ছাত্রলীগেরই কেউ কেউ মন্তব্য করেন, সাংবাদিক পেটানোর পুরস্কার দেয়া হয়েছে তাকে। এটা সাংবাদিক পেটানোর পুরস্কার কি না এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সে সময় কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন।

মধুর ক্যান্টিনে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার পর টিপুকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি শাখার নেতৃত্বে না আনার ব্যাপারে অনেকেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু এতো কিছুর পর আবারও টিপু ও বাদশাহকে গুরুত্বপূর্ণ পদে আনায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিষয়টিকে ভালোভাবে নেননি। তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ আর হতাশা।

২০০৫ সালের ১৪ মে. অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে তৎকালীন ইউনিভার্সিটি সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত উদ্দিন খান হিমুর পদ স্থগিত করা হয়েছিল। এরপর দীর্ঘদিন ছাত্রলীগের ঢাকা ইউনিভার্সিটি কমিটি নেতৃত্বশূন্য ছিল।